শেরপুর সংঘর্ষের পর ইউএনও-ওসিকে প্রত্যাহার করছে ইসি

সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে একই মঞ্চে ইশতেহার ঘোষণাকে ঘিরে জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং উপজেলা জামায়াত নেতার নিহত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)কে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, শেরপুরের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী প্রার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। পরিস্থিতির পর্যালোচনায় ইউএনও ও ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।

তিনি আরও জানান, ৮ ফেব্রুয়ারির পর আদালতের নির্দেশে যদি কারও প্রার্থিতা ফিরে আসে, তবে পোস্টাল ব্যালটে তার নাম ও প্রতীক অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

এর আগে, জামায়াত নেতা রেজাউল করিমের হত্যার ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শেরপুর-৩ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে অপসারণের দাবি জানিয়েছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম।

LENS ASIA